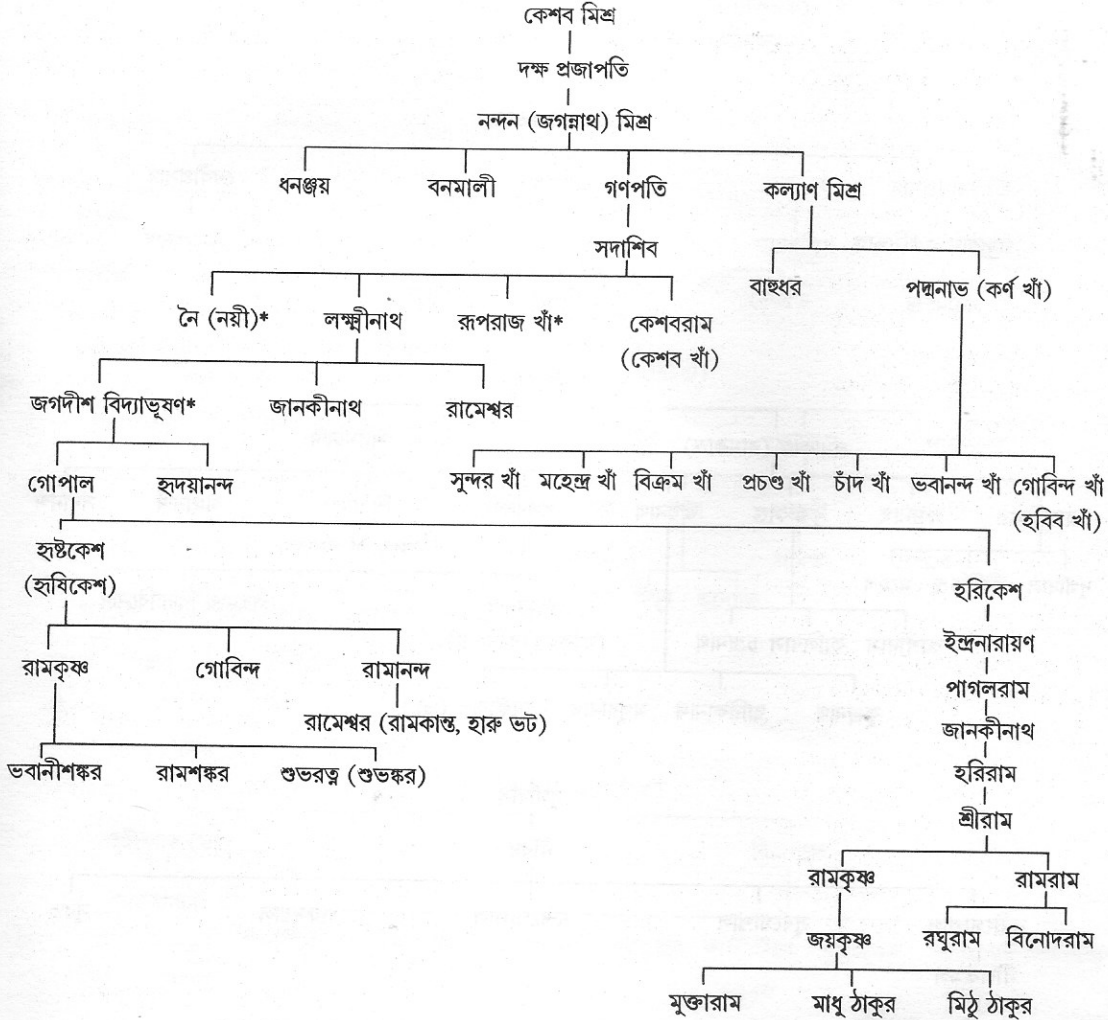


বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য



ভবানীশঙ্কর

জগদীশ

চন্দ্ররায় (চাঁদরাম*, চলরাম)

নন্দলাল

নবকিশোর (নন্দকিশোর)

চন্দ্রনাথ

চন্দ্রোদয়

নীলকণ্ঠ

কৃষ্ণরাম

বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি

ভোলানাথ

কাশীনাথ
তারানাথ
তরণীনাথ

(কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
কৈলাশ
কেতকীরঞ্জন
(মথুরানাথ)

বিরজানাথ
গিরিজানাথ

শুভরত্ন (শুভঙ্কর)

রামপ্রসাদ

দুর্গাপ্রসাদ

দেবীপ্রসাদ

গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত

কৃষ্ণপ্রসাদ

বিষ্ণুপ্রসাদ

নবীনচন্দ্র

হরনাথ

রামেশ্বর

রমাকান্ত (রামকান্ত)

শ্যামানন্দ

রামকিঙ্কর

রুদ্রনাথ

কৃষ্ণকান্ত

জয়নাথ

পঞ্চানন্দ

শিবানন্দ

গঙ্গানন্দ

সদানন্দ

(Deputy Magistrate)

দুর্গাদাস
কীর্তিচন্দ্র
মহেশ

কাশীদাস
কালিদাস
চন্দ্রনাথ

পরমানন্দ
(কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)

পদ্মনাথ
বিদ্যাবিনোদ

কুঞ্জনাথ
দ্বারিকানাথ
মথুরানাথ
জানকীনাথ (ডা.)

দুর্গাদাস

নীরদ

ননীগোপাল

সূর্যগোপাল

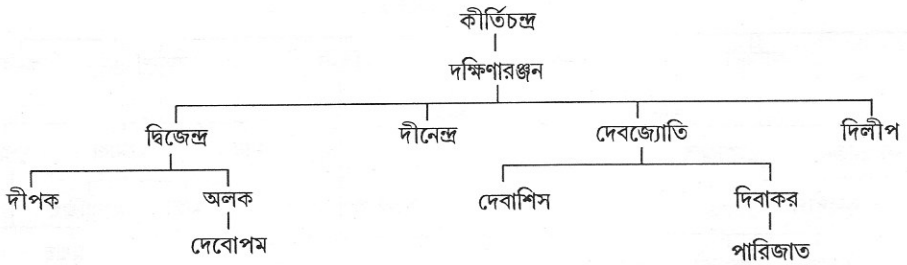
নন্দগোপাল

গুরুদয়াল

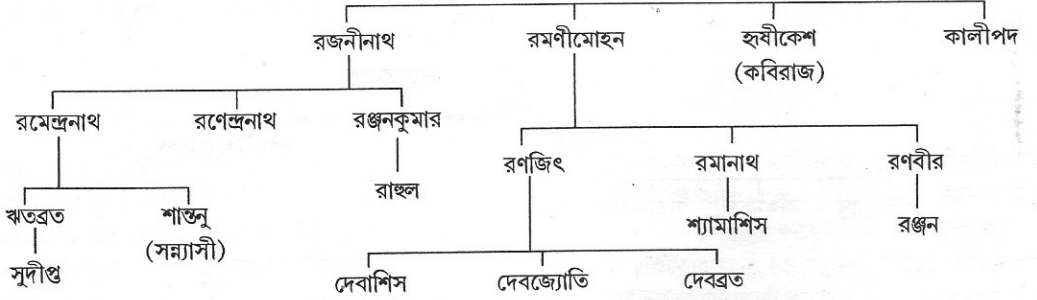
সুব্রত

নীলকমল

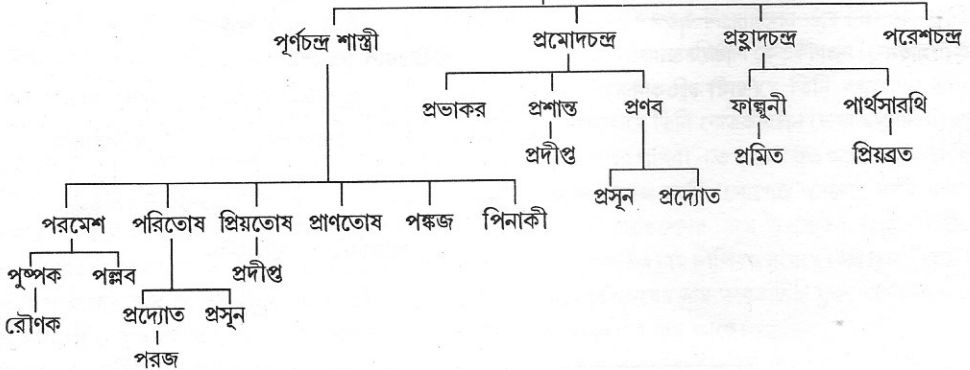
নবনীত



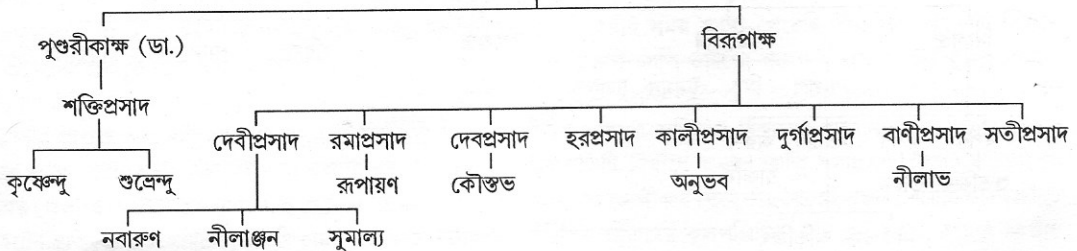
জনকীনাথ (ডা.)



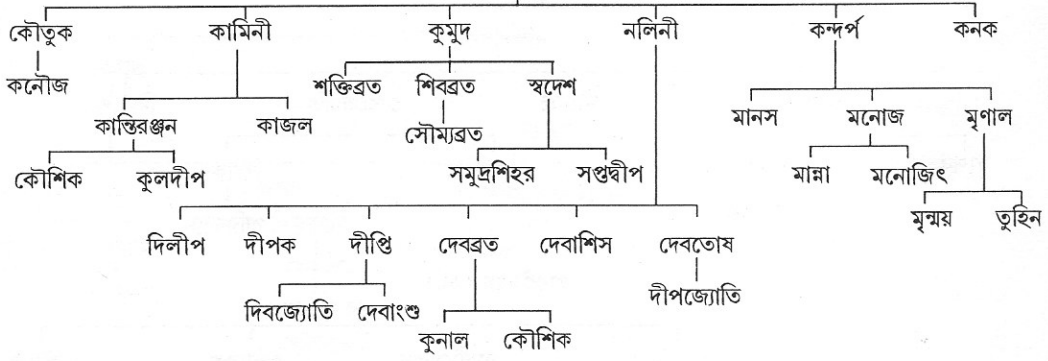
পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)



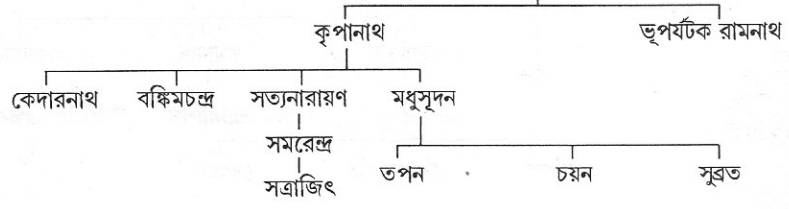
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ



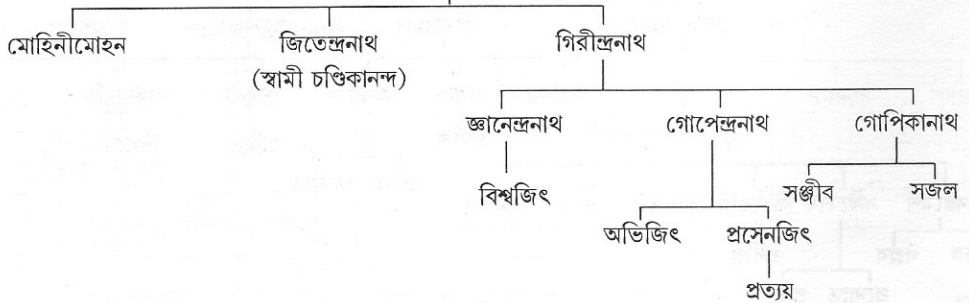
केतकीरंजन (मथुरानाथ)



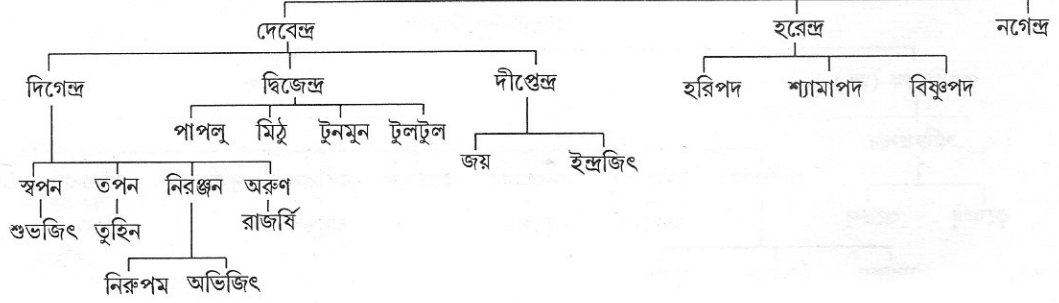
विरजानाथ

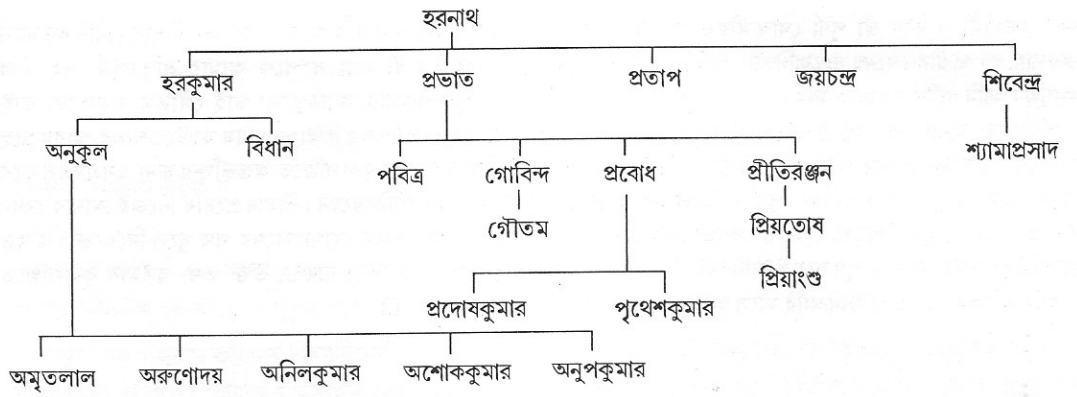


गिरिजानाथ (रायसाहेब)



चन्द्रोदय





সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় ‘উৎস’ সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সম্মিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি (‘বাণিয়াচন্দ্রের রাজবংশ’)। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সম্মিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ ‘রামনাথের পৃথিবী’-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সম্মিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsyllhet.blogspot.com ওয়েবসাইটে—এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’-তে সম্মিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা সনামে উপস্থিত।

‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’-তে সম্মিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাপ্ত অন্যান্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেবোক্ত নামেই উপস্থিত। ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ‘রমাকান্ত’ রামকান্ত

নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সম্মিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুন্দর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের ‘বিরাত পর্ব’ পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে: আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দণ্ডক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। ‘রামনাথের পৃথিবী’-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি ‘গোপেন্দ্র’ দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো ‘তপন’ শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচংও এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি শ্রদ্ধাঙ্গদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্ত) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তার কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সম্মিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয়

বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, কুলপঞ্জিটি ইতিপূর্বে ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। অবশ্য দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়!

তবে এ-বছর (২০১৬) জানুআরি মাসে আমাদের পূর্বপুরুষ

প্রভাত বিশ্বাসের পৌত্র শ্রী প্রদোষকুমার বিশ্বাস (যিনি বর্তমানে কোচবিহারবাসী এবং সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র) সহ তাঁর অনুজ পৃথেশকুমার, জ্যাঠতুতো ভাই গৌতম, খুড়তুতো ভাই প্রিয়তোষ ও তস্য পুত্র প্রিয়াংশুর নাম ফাউন্ডেশনের স্মারকগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য এসএমএস করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। শ্রীমান প্রদোষ নিজেই আমার ফোন নম্বর জোগাড় করে যোগাযোগের পথ খুলে দিয়েছেন। এ বড় আহ্লাদের কথা। বলা বাহুল্য, উক্ত তথ্য বর্তমান কুলপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত হল। □